দৈনিক সংবাদ

তারিখ 9 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ...

027

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাতে হবে

দেশের পরিস্থিতির দরুন সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলো। প্রথমতঃ অবস্থায় ছাত্ররা তা মেনে নিতে পারেনি। বাধ্য করানো হলো। যাক ১মাস পর খোলা হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সব ছাত্র-ছাত্রী যখন প্রস্তুত তখনই ভাইস চ্যান্সেলর একক সিদ্ধান্তে তা আবার বন্ধ ঘোষণা করলেন। আমরা আজ ভীষণ দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে লক্ষ্য করছি ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যকলাপ। হয়েছিল এক হত্যাকাণ্ড ২৬শে নভেম্বর ১৯৮৬ সালে। যা নিজ চোখে না দেখে বিশ্বাস করা যায় না, কিছুসংখ্যক ছাত্র নামধারী স্বাধীনতা বিরোধীরা যেভাবে একাত্তুরে হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছিল ঠিক তদ্রূপ ঐদিন দুপুর ৩টায় ব্যস্ত অবস্থায় নিরীহ ছাত্রদেরকে দা, পিস্তল দিয়ে সরাসরি আঘাত করে। দুঃখ হলেও সত্যি উপাচার্য সাহেব এই অবস্থা জানার পরও পুলিশকে ভিতরে যেতে অনুমতি দেননি। কয়েকজন পুলিশকে এই করুণ অবস্থায় কাঁদতে দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল সেদিন হয়েছিল রক্তে রঞ্জিত। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব সেই অবস্থায় তড়িঘড়ি করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলেন।

১ মাস পর খুলল বিশ্ববিদ্যালয়, তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী যাদেরকে শাস্তি দেয়ার কথা ছিল, তার পরিবর্তে প্রশাসনের চোখের ওপর হলের ছাত্রদের ওপর তারা নানাভাবে দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। কয়েকজনকে এই অত্যাচারে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। পরিশেষে শ্রদ্ধের শিক্ষকদের অপমান করা শুরু হয়। শিক্ষকরা ক্লাস নিতে বিরত থাকতে বাধ্য হলেন। এমতাবস্থায় উপাচার্য কোন ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে তাদের অশোভন কার্যকলাপে ছাত্রীরাও রেহাই পায়নি।

তাই আমরা আজ মাননীয় চ্যান্সেলরসহ কর্তৃপক্ষের নিকট জোর আবেদন জানান, যে ব্যক্তির কর্তব্য ছিল শিক্ষার আলো ছড়ানো, তা না করে নিজ স্বার্থে এক শ্রেণীর ছাত্রদেরকে ব্যবহার করলেন, তাকে অতি সত্বর অপসারণ করা হোক। আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নরুল হক,
এ এফ রহমান হল, ১১৩,
সুব্রত দে, আলাওল হল,
৪০৪, পশ্চিম চট্টগ্রাম,
বিশ্ববিদ্যালয়।

কাপাসিয়াতে পাবলিক লাইব্রেরী চাই

কাপাসিয়া উপজেলাতে শিক্ষার হার অনেক বেশী। এই উপজেলাতে চারটি কলেজ রয়েছে। কাপাসিয়া সদরে একটি কলেজ, দু'টি উচ্চবিদ্যালয়, তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি প্রেস ক্লাব আছে। কিন্তু এখানে শিক্ষিত জনগণের জন্য আজ পর্যন্ত কিছু গড়ে উঠেনি। কাপাসিয়া এলাকাবাসীগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বহুবার দাবী করেছে একটি পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিন্তু কোন সাড়া পায়নি।

অতএব কাপাসিয়া উপজেলা সদরে একটি পাবলিক লাইব্রেরী একান্ত প্রয়োজন মনে করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করছি।

হুমায়ুন কবীর, কামারগাঁও
কাপাসিয়া, গাজীপুর।